দরিদ্র মানুষ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা
মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্,
মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী,
শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

মানুষকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) রাহমাত আকৃষ্ট করে। এর মাধ্যমে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এবং আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) সম্মতি লাভ করা যায়। সাহায্য করা ভালো। যারা সাহায্য গ্রহণ করে তাদের সাবধান হতে হবে কারণ আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "ইত্তাকি শাররা মান আহসানতা ইলাইহি।" কেউ তোমার ভালো করে থাকলে তার ক্ষতি কোরো না। যে তোমার ভালো করেছে তার থেকে নিজেকে রক্ষা কর", বলেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ)।

মানুষের নাফস এরকমই হয়। খারাপ নাফস ভালো বোঝে না, কৃতজ্ঞতা বোঝে না এবং এর কারণে যে মানুষ ভালো করতে যায় সে অনুশোচনা করে। যে দান করছে তাকে দেখতে হবে গ্রহণকারীর দিকটি কিরকম, তারা কিরকম মানুষ। অবশ্যই মানুষের মূল্যায়ন হয় তার নিয়াত দিয়ে। এরকমও হতে পারে যে অনেক সময় কেউ দিতে চায় কিন্তু গ্রহণকারীর দিকটি সেই নিয়ামাতের যোগ্য নয়। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) দাতার নিয়াত অনুযায়ী দানটি গ্রহণ করবেন যদিও বা সে অযোগ্য কাউকে দেয়। তবুও যেখানে দরকার সেখানে সাহায্য করা অনেক বেশী উত্তম। মানুষেরা সাধারণতঃ এমনিতেই সেভাবে বুঝে দান করে। তারা এই ভেবে দেয়, "এই দান যেন একটু ভালো জায়গায় পৌঁছে। এই লোকেরা এই দানের যোগ্য।"

এমনও লোক আছে যাদের কোনো ভালো করলে তারা সেটা পছন্দ করে না এবং সেই ভালো আবর্জনায় ফেলে দিতে পারে। তুমি ভালো করলে আর সেই লোক তা দিয়ে সিগারেট কিনল। সেটা তখন ওই লোকের দায় হয়ে যায়। যার ভালো করার কথা ছিল সে ভালো করেছে। কারও ভালো করা থেকে পিছিয়ে থেকো না কিন্তু যতটুকু সম্ভব দান কর সত্য, যোগ্য এবং অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে। পৃথিবী এখন এমন একটি জায়গা হয়ে গেছে যেখানে অনেক অভাবগ্রস্ত এবং দরিদ্র লোক আছে।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

যখন তুমি দান কর, আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তোমাকে তার পরিবর্তে দশগুণ থেকে একশতগুণ দান করেন। যে দান গ্রহণ করছে তাকেও সাবধান হতে হবে কারণ তাকে দানটি দেয়া হয়েছে। তুমি যদি একজন অভাবগ্রস্ত মানুষ হও এবং তোমাকে দেয়া দান ফেলে দাও বা তা ভুলভাবে ব্যবহার কর সেই গুনাহ তোমার উপর বর্তাবে এবং আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তোমার অবস্থা আরও খারাপ করে দেবেন। তোমাকে কৃতজ্ঞ হতে হবে।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদের ভালবাসেন যারা উনার নিয়ামাতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে। তিনি বলেন, "ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুশ শাকিরীন।" এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদের নিয়ামাত বাড়িয়ে দেন যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এবং তিনি অকৃতজ্ঞদের কাছে যা আছে তা নিয়ে নেন।

এটাই হচ্ছে মানুষের উপর নাফসের ক্ষতিকর প্রভাব। নাফস এবং শয়তান খারাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। তাই তোমরা নাফসের এবং শয়তানের অনুসরণ কোরোনা। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) আমাদের এই দুইয়ের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১২ জানুয়ারী ২০১৬ / ২ রাবিউল আখির ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।